017 উন্নতমানের মরিচ উৎপাদন

(প্রকাশকাল ঃ অক্টোবর ১৯৭৯ইং)

(ক) গবেষক পরিচিতি

১. ড. মোঃ আমজাদ হোসেন
উপ-পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
এম.এজি, (কৃষিতত্ত্ব), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
পিএইচডি, ফিলিপাইন বিশ্ববিদ্যালয়, লসবেনস, ফিলিপাইন।

(খ) ভূমিকা

কৃষি বিভাগ হতে অনেকগুলো বিষয়ে পুস্তিকা বের করা হলেও মরিচের উপর ভাল কোন পুস্তিকা আজও বের হয়নি। এ ধরণের একটি পুস্তিকার প্রয়োজন অনেক দিন থেকেই অনুভব করা হচ্ছিল।

মরিচের উপর এ পুস্তিকাটি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকেই লেখা। মরিচ চাষে যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সেগুলোর সমাধানের উপর ভিত্তি করেই এ পুস্তিকাটি লেখা হয়েছে।

পুস্তিকাটিতে মূল বিষয়গুলো ১২টি পাঠলিপিতে ভাগ করা হয়েছে। উন্নমানের মরিচ উৎপাদন তথা বেশী ফলন পেতে হলে যে বিষয়গুলো বিশেষভাবে বিবেচনা করা দরকার সেগুলোর বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। শেষের পাঠলিপিতে মরিচ উৎপাদনে চাষী ভাইয়ের একটা আনুমানিক আয়-ব্যয়ও দেখানো হয়েছে।

পুস্তিকাটি মরিচ আবাদী কৃষকের সাহায্যে এলে পরিশ্রম সার্থক বলে মনে করবো।

(গ) সূচনা

মরিচ বর্তমানে বাংলাদেশের একটি অন্যতম অর্থকরী ফসল। মাত্র চার মাসে বিঘা প্রতি আট-দশ মণ শুকনা মরিচের ফলন কৃষকের সংসারে নব চেতনার সৃষ্টি করে বৈকি। তবে পুরাতন কাল হতে মরিচের আবাদ হলেও গত কুড়ি-পঁচিশ বছর যাবৎ অর্থকরী ফসল হিসাবে মরিচের চাহিদা অপরিসীমভাবে বেড়ে গেছে। কোন কোন বছর মরিচের দাম অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে গেলেও প্রতি বছরই এর দাম মণ প্রতি কমপক্ষে ৪০০/- বা ৫০০/- টাকা রয়েই গেছে। দাম বাড়লে তো কথাই নেই। মণ প্রতি এক হাজার টাকার অনেক উর্দ্ধে উঠে যায়, যেমন এক বছর সাড়ে চার হাজার টাকা পর্যন্তও হয়েছে।

বাংলাদেশের সব জায়গাতেই অল্প বিস্তর মরিচ চাষ হয়। অঞ্চল বিশেষে মরিচের জাতও বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। ফলনে, স্বাদে, গন্ধে, আকৃতিতে বা চাহিদাতেও বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। বগুড়া, কুমিল্লার চাঁদপুর ও খুলনা এলাকায় মরিচের আবাদ হয়। তবে সকলেরই জানা আছে যে, বগুড়ার পূর্ব অঞ্চলে যে ধরণের মরিচ জন্মে তার শুধু বিঘাপ্রতি ফলনই যে বেশী হয় তা নয়, এর ব্যবসায়িক চাহিদাও বিদেশে অত্যধিক বেশী। এ এলাকার মরিচ শুকনা অবস্থায় দেখতে লাল টকটকে, দৈর্ঘ্যে ৪ হতে ৬ ইঞ্চি, বেড় ৩/৪ হতে ১১/২ ইঞ্চি এবং বোঁটাবিশিষ্ট। স্বাদে ও গন্ধে বেশী ঝাল হলেও তীব্র নয়, অন্যান্য অতি ঝালবিশিষ্ট মরিচের তুলনায় কম।

উষ্ণ শীত আবহাওয়ায় রোদ ও কিছু কিছু বৃষ্টির প্রয়োজন। বগুড়ায় ভাদ্র-আশ্বিন মাসে মরিচ বুনা হয়। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে মরিচ পাকে, তখন উঠানো হয়।

বগুড়ার পশ্চিম এলাকায় কিছু কিছু মরিচ চাষ হলেও তুলনামুলভাবে পূর্ব বগুড়ায় অত্যধিক তত্বাবধানের সাথে ব্যাপক এলাকায় এর চাষ হয়। পারতপক্ষে ধনী-গরীব সকলেই সাধ্যমত এর চাষ করেন। গত আড়াই দশক ধরে আবাদ করে পূর্ব বগুড়ায় অনেকেই আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল করেছেন। প্রায় লোকেরই খড়ের ঘর টিনের ঘরে রূপান্তরিত হয়েছে।